Semester: IV

General

Marks-10

১। সম্পদের বহির্গমন বলতে কি বোঝ? ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতিতে এর প্রভাব নিরূপণ কর।

২। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্য কি ছিল? গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে এর প্রভাব আলোচনা কর।

৩। ভারতীয় অর্থনীতিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

৪। উনিশ শতকে বাংলায় সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় এর অবদান আলোচনা কর।

৫। বাংলার শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা কর।

৬। উনিশ শতকে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে নব্যবঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব আলোচনা কর।

Marks-5

১। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি বলতে কি বোঝ।

২। লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতির কারন ও ফলাফল আলোচনা কর।

৩। রায়তওয়ারী ও মহলওয়ারী বন্দোবস্ত বলতে কি বোঝ?

৪। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল লেখ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কিত সারবস্তুঃ

১৭৮৬- '৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজস্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুসন্ধানের পর ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলা ও বিহারে এবং ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যায় দশসালা বন্দোবস্ত চালু করেন এবং বলা হয় Courts of Director এর অনুমতি সাপেক্ষে এই দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হবে। অবশেষে ইংল্যান্ডের পরিচালক সভার অনুমতিক্রমে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে মার্চ বঙ্গ সুবায় প্রচলিত হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

বৈশিষ্ট্য বা শর্তাবলীঃ

১। জমির প্রাপক জমিদার-তালুকদাররা বংশানুক্রমিকভাবে জমি ভোগদখল করতে পারবেন।

২। জমিদার ইচ্ছামত জমিদান, বিক্রি বা বন্ধক রাখতে পারবেন।

৩। ভুমিরাজস্বের পরিমান ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের হারেই বহাল থাকবে এবং নির্ধারিত ভূমিরাজস্বের শতকরা ৮৯ ভাগ সরকার এবং ১১ ভাগ জমিদার পাবেন।

৪। সূর্যাস্ত আইন অনুসারে জমিদাররা সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে সমগ্র জমিদারী বা তার অংশ বিক্রি করে সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব মেটাতে হবে, অন্যথায় জমিদারী বাজেয়াপ্ত হবে।

৫। ভবিষ্যতে খরা, বন্যা, মহামারী বা অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও রাজস্ব মুকুব করা হবে না।

সুফলঃ

ঐতিহাসিক মার্শম্যান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসা করে এটিকে একটি "দৃঢ় ও সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ" বলে বর্ণনা করেছেন। এই ব্যবস্থায় ব্যাক্তিমালিকানা স্বীকৃত হওয়ার ফলে জমিদাররা জমির মালিকে পরিণত হওয়ায় এই শ্রেণী পায়ের নিচে একটি দৃঢ় ভিত্তি খুঁজে পান। তাছাড়া কৃষকদেরও রাজস্বের পরিমান এতে সুনির্দিষ্ট হওয়ায় তাদেরও সুবিধা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমির ওপর জমিদারদের অধিকার সুনিশ্চিত হওয়ায় তারা নিজ এলাকার উন্নয়নে অংশ

নিয়েছিলেন। পাশাপাশি এই ব্যবস্থার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের সরকারের নির্দিষ্ট পরিমান রাজস্ব প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের পক্ষে বার্ষিক আয়-ব্যায়ের বাজেট তৈরিতেও সুবিধা হয়।

কুফলঃ

ঐতিহাসিক হোমস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে 'একটি দুঃখজনক ভুল' বলে অভিহিত করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা দিতে ব্যর্থ হয়ে বহু পুরনো জমিদার তাদের জমিদারী হারান। এইসব পুরনো জমিদার জমিদারী হারালে শহুরে ধনী বনিকরা এই জমিদারীগুলি কিনে নেন। প্রজাদের শোষণ করে বেশি অর্থ উপার্জনই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এই ব্যবস্থায় কৃষকদের মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় তাদের জমি থেকে ঘনঘন উৎখাত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায়শই কৃষক বিদ্রোহের কারন হয়ে দাঁড়াত। আর নবোত্থিত জমিদারশ্রেণী নিজেদের বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকায় জমি ও কৃষির উন্নতি দারুনভাবে ব্যাহত হয়।

পাঠ প্রস্তুতকারক

অভীক ভঞ্জ ও

তন্ময় মালাকার

অধ্যাপক, গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ।